Publication: - Bartaman

Date: - 11th February, 2020

Page :- 11

State Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 10th February 2020

দেশের কঠিন অবস্থাতেও মুন্সিয়ানার বাজেট রাজ্যের, প্রশংসায় শিল্পমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র আগামী আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করলেন, তার তারিফ করল বণিকমহল। তাদের বেশিরভাগেরই মত, এই বাজেট কর্মসংস্থানের রাস্তা প্রশস্ত করবে। দেশে এখন আর্থিকভাবে কঠিন পরিস্থিতি চলছে। এই সময়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যে মুন্সিয়ানার প্রয়োজন ছিল, অমিত মিত্র তা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, এমনটাই অভিমত বণিকমহলের।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতে, এই বাজেট যেমন একদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ করেছে, তেমনই কর মকুবের ব্যবস্থা করে ব্যবসার পথ সহজ করেছে। আর্থিক দিক থেকে দেশ এখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই সময় সামাজিকভাবে যেমন সুরক্ষার দিকটি চিন্তা করা হয়েছে, তেমনই বেকারত্ব কাটানোর উপায়ও বাতলানো হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বারের মতে, রেটিং করলে এই বাজেটকে ১০ এর মধ্যে সাত দেওয়া যায়।

ভারত চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রমেশকুমার সারোগি'র কথায়, দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার নীচের দিকে। অথচ রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০.৪ শতাংশ। আবার ৩.১ শতাংশ শিল্প বৃদ্ধির হারও আশার কথা। রাজ্য যেভাবে ছোট ও মাঝারি শিল্পের উপর ক্রমাগত জোর দিয়ে আসছে, এটি তারই ফলশ্রুতি। তবে রাজ্যে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলি আছে, সেগুলিতে বিদ্যুৎ বা রাস্তা তৈরিতে যে সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলির দ্রুত সমাধান করলে আরও ভালো হবে। কর্মসাথী প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা অত্যন্ত গঠনমূলক পদক্ষেপ বলে মনে করেন সারোগি।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট অর্পণ মিত্রের কথায়, চা বাগানের কর্মীদের জন্য যে চা সুন্দরী প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করেছে সরকার, তা অত্যন্ত ভালো। নতুন আরও এমএসএমই পার্ক তৈরির ঘোষণাও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য ৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় খুশি অর্পণবাবু। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মায়াঙ্ক জালান বলেন, বেকারদের দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজে ঋণ দেওয়ার প্রকল্প চালু হলে বহু মানুষ চাকরির বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবসা করায় উৎসাহ পাবেন। কর্মসংস্থানের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ। ছোট শিল্পের বহর বাড়াতে রাজ্য সরকার গত আট বছরে এমএসএমই ক্লাস্টারের সংখ্যা ৫৩৯টিতে নিয়ে গিয়েছে। এরপর ছোট শিল্পের জন্য আরও ১০০টি নতুন এমএসএমই পার্ক তৈরি অত্যন্ত ভালো সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শুভাশিস রায়। তাঁর কথায়, এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরে তা চাহিদা ও জোগান দুই-ই বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে। এমসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সুগন্ধি ব্যবসার সর্বভারতীয় সংগঠন ফাফাই'য়ের প্রেসিডেন্ট রিষভ কোঠারির কথায়, রাজ্য সরকার যে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট স্কিম ঘোষণা করল, তাতে সরকার ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা একইসঙ্গে লাভবান হবে। ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন কর ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে থাকা কর সংক্রান্ত মামলা থেকে মুক্তি পেলে, ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির দিকে বেশি করে নজর দিতে পারবেন।

ছোট শিল্পের সংগঠন ফ্যাকসি'র বক্তব্য, এই বাজেটে নতুন করে কোনও কর চাপানো হয়নি শিল্পের উপর। বরং পার্ক তৈরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে, যা অত্যন্ত আশার কথা।